যুগান্তর

তারিখ 18 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

সরকার ২০ কলেজে কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স চালু হচ্ছে

মুমতাক আহমদ

দেশের ঐতিহ্যবাহী ২০টি সরকারি কলেজে 'কম্পিউটার সায়েন্স' বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আসন্ন শিক্ষাবর্ষে এতে শিক্ষার্থী ভর্তি করার প্রাথমিক চিন্তাভাবনা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে স্বল্পপরিসরে চালু হবে এই প্রোগ্রাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের কারিকুলামের আদলে একটি মানসম্মত কারিকুলাম দিয়ে চলবে প্রস্তাবিত এ প্রোগ্রাম। তবে উদ্যোগের গোড়াতেই

পরামর্শ নিতে ডেকে আনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের অধ্যাপকদের কাছ থেকে নেতিবাচক মতামত এসেছে। তবে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা একে 'সময়োপযোগী' সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাকে সামনে রেখে সরকার সম্প্রতি তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষা সম্প্রসারণের নীতির অংশ

হচ্ছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

হচ্ছে : চালু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে দেশের ২০টি জেলা শহরে অবস্থিত কলেজে এই ডিগ্রি চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। সেই লক্ষ্যে সরকার সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ১০৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার বৃহত্তর জেলা সদরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী স্নাতকোত্তর সরকারি কলেজে আইসিটি কোর্স প্রবর্তন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, চার বছর মেয়াদি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে যেসব কলেজে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি করার সুযোগ পাবে।

প্রকল্প অনুযায়ী এই বিভাগের জন্য সব কলেজে একটি করে ২ হাজার বর্গফিটারের আলাদা ভবন তৈরি করা হবে। নিজ নিজ কলেজের স্থাপত্য সৌন্দর্যকে সামনে রেখে তৈরি হবে এসব সুরম্য ভবন। এ ভবনে কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষক নিলয়নতন ও শ্রেণীকক্ষ থাকবে। সরবরাহ করা হবে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সামগ্রী, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) একটি ইউনিট (পিআইইউ) স্থাপন করা হবে। পিআইইউতে নিয়োগ করা হবে ১৩ জনের জনবল। আর কলেজে প্রতিটি বিভাগে একজন অধ্যাপক, ২ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৩ জন সহকারী অধ্যাপক, ৬ জন লেকচারার, ২ জন প্রদর্শকসহ ১৪ জন টিচিং স্টাফ থাকবেন। এছাড়া ৫ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদও সৃষ্টি করা হবে। এই নিয়োগ হবে সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব খাতে।

সেমিস্টার পদ্ধতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই পরিচালনা করবে এই প্রোগ্রাম। এই বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেতন হবে অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের চেয়ে আলাদা— মাসে এক হাজার টাকা। এছাড়া ভর্তির সময়ে ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা চার্জ নেয়া হবে ৩শ' টাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়নসহ অন্যান্য বিষয়ে মতামত নেয়ার জন্য গত ২২ জুলাই শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি প্রতিনিধি ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী, বুয়েটের ড. মুহাম্মদ মাসরুর আলী উপস্থিত ছিলেন। সূত্র জানিয়েছে, সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের দুই বিশেষজ্ঞ প্রকল্পের যৌক্তিকতা, বাস্তবতা ও সফলতার ব্যাপারে নেতিবাচক মতামত পোষণ করেন। তবে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক নাজিম উদ্দিনসহ অন্যরা বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন।